দৈনিক সংবাদ

34

তারিখ ... ৭/১২/২০০০
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭

মুক্ত আলোচ

গণগ্রন্থাগার জাতীয়

ডক্টর মুহম্মদ আবদুস সাত্তার

পত্রিকার পৃষ্ঠা খুললেই হরতাল, সন্ত্রাস, ছিনতাই, খুনের সংবাদ, দুঃসংবাদ- মুক্তিযোদ্ধার সঙ্গে রাজাকারের লড়াই, মৌলবাদীদের আস্ফালন ও শোক সংবাদই শুধু দেখা যায়। ভাল সংবাদ যেন তৈরিই হয় না। নিত্যদিন অবাক হই, বিস্ময় প্রকাশ করি এবং বিশেষ বিশেষ কারণে আমরা আবার দুঃখও প্রকাশ করি। তেমনি কবি বেগম সুফিয়া কামালের মৃত্যুতে আমরা হতবাক ও শোকাহত হয়েছি এবং গভীর দুঃখ প্রকাশ করেছি এ কারণে যে, একটি বিরল আদর্শের তিরোধান হলো। এই আদর্শের মহিমা ও আদর্শে জ্ঞানোদীপ্ত করতে কে নিরলসভাবে মশাল হাতে নিয়ে এগিয়ে আসবেন? এই একটি প্রশ্ন মনের মধ্যে উঁকি ঝুঁকি দিচ্ছিল। কিন্তু এ আশ্বাস বাণী উচ্চারিত হলো গত ২৬শে নভেম্বর প্রধানমন্ত্রীর উদাত্ত ঘোষণায়। মহীয়সী কবি বেগম সুফিয়া কামালের আজন্ম লালিত আদর্শকে সমুন্নত রাখার জন্য প্রধানমন্ত্রী কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে অনুষ্ঠিত নাগরিক শোকসভায় ঘোষণা করলেন, 'আজ থেকে জাতীয় গ্রন্থাগারকে কবি সুফিয়া কামাল জাতীয় গ্রন্থাগার বলা হবে'। তার স্মৃতিকে আগামী প্রজন্মের কাছে তুলে ধরার জন্য এ রকম একটি সময়োচিত ও সাহসী সিদ্ধান্ত অবশ্যই প্রশংসার দাবি রাখে।

আমরা গ্রন্থাগার পেশাজীবীরা প্রধানমন্ত্রীর এরূপ সিদ্ধান্তে গৌরবান্বিত হয়েছি। এমন একজন মহীয়সী জননী সাহসিকতার আজন্ম লালিত আদর্শকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য একটি গ্রন্থাগারই আদর্শ প্রতিষ্ঠান হতে পারে। একমাত্র গ্রন্থাগারই সেবাব্রত অসাম্প্রদায়িক জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে দেশ ও কালের উর্ধ্বে থেকে জ্ঞান বিতরণকারী একটি প্রতিষ্ঠান। এরূপ প্রতিষ্ঠানই কেবল পারে মহীয়সী কবি সুফিয়া কামালের মত জ্ঞান তাপসির জ্ঞান, মহিমা, প্রজ্ঞা, নৈতিকতা ও অসাম্প্রদায়িক আদর্শের লালন, ধারণ ও বিতরণ করতে। আমরা প্রধানমন্ত্রীর সিদ্ধান্তে আনন্দিত এবং গর্বিত।

গ্রন্থাগার ক্ষেত্রটি বাংলাদেশে এখনো সকলের কাছে যেমন গুরুত্ব পাচ্ছে না তেমনি আদ্রিতও নয় বিভিন্ন কারণে। আমি এ পর্যায়ে কেন আদ্রিত নয় বা গুরুত্ব পাচ্ছে না সে আলোচনায় যাচ্ছি না। কারণ এ আলোচনার পরিসর হয়ে যাবে ব্যাপক। তবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এই মহৎ ঘোষণার কারণে আদ্রিত হওয়ার সে সোপান রচিত হতে যাচ্ছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। গ্রন্থাগার ও এর সেবাদানের পরিধি ও গুরুত্ব উপলব্ধি করতে যাদের এতদিন অসুবিধা হতো তাদেরকে বুঝানো সম্ভব হবে। যেহেতু এখনো যারা গ্রন্থাগারকে পুস্তক বিক্রয় কেন্দ্র হিসেবে বিবেচনা করেন অথবা গ্রন্থাগারে কাজ ও সেবাদান করতে আদৌ কোন শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রয়োজন হয় না বক্তব্য সংবলিত নাটকও বাংলাদেশ টেলিভিশনের মত একটি জাতীয় সম্প্রচার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত হয় (গত ৬ই ডিসেম্বর '৯৯ সম্প্রচারিত নাটক 'স্বপ্নলোকের চাবি')। স্বপ্নলোকের চাবি অনুসন্ধান করতেও নাট্যকার ও প্রযোজকের কাছে গ্রন্থাগারের প্রয়োজন ও গুরুত্বকে নেহায়েতই ঠুনকো বলে মনে হয়েছে। সুতরাং এই তো আমাদের শিক্ষিত ও বুদ্ধিজীবীদের মূল্যায়ন! সেক্ষেত্রে বৃহৎ জনগোষ্ঠীর কথা না হয় বাদই দিলাম।

প্রায় সকল ক্ষেত্রেই বিগত সময়ে কম বেশি উন্নতি হয়েছে। কিন্তু গ্রন্থাগারের মত এই বিস্তৃত ক্ষেত্রটির বাহ্যিক তেমন কোন উন্নতি বিগত তিন দশকেও পরিলক্ষিত হয়নি। এই ক্ষেত্রটির উন্নয়নের প্রয়োজন আছে সেভাবে কখনো বিবেচনা করা হয়নি। উন্নয়ন পরিকল্পনার বেশ কটি পঞ্চবার্ষিকী ইতোমধ্যে প্রণীত হয়েছে। কিন্তু কোন বার্ষিকীতেই উল্লেখযোগ্যভাবে গুরুত্ব পায়নি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর গত ২৬ তারিখে সময়োপযোগী এই ঘোষণা কাঙালের হাতে সোনার বাটি প্রাপ্তির মতই অনুভূত হয়েছে। অন্তত গণতান্ত্রিক দেশের একটি গতিশীল সরকারের প্রধানমন্ত্রী এটুকু উপলব্ধি করতে পেরেছেন যে, জাতি এখন নিশ্চিত অবক্ষয়ের মুখে; জাতির বিবেক অবেবিকীদের তাড়নায় উর্ধ্বশ্বাসে পলায়নরত। জ্ঞান এখন ভূ-লুণ্ঠিত এবং বিক্ষত ও বিভ্রান্ত। আত্মার পরিশুদ্ধির কোনই তাড়না নেই। এমতাবস্থায় শতাব্দীর কণ্ঠ, মহীয়সী সাহসিক, পশ্চাদপদ সমাজের প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর কবি মাতার এরকম নির্মোহ একনিষ্ঠ ও নিরেট আদর্শকে অনাদিকালের প্রজন্মের কাছে মূর্তমান করে কিভাবে জিইয়ে রাখা যায়? প্রধানমন্ত্রীর এই ঘোষণা জাতির পলায়নরত বিবেকের জন্য সান্ত্বনাস্বরূপ। আমরাও আশ্বস্ত হয়েছি।

কিন্তু প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত 'আজ থেকে জাতীয় গ্রন্থাগারকে কবি সুফিয়া কামাল জাতীয় গ্রন্থাগার বলা হবে' শিরোনামটি বিভিন্ন পত্রিকান্তরে ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃতভাবে বিকৃত করে উপস্থাপন করা হয়েছে। আমাদের কাছে পেশাগত দৃষ্টিভঙ্গি থেকে প্রকাশিত সংবাদ শিরোনামগুলো বিভ্রান্তিকর মনে হয়েছে। ঘোষণাটি যদি এমন হয় যে "আজ থেকে জাতীয় গ্রন্থাগারকে কবি সুফিয়া কামাল জাতীয় গ্রন্থাগার বলা হবে" (প্রথম আলো ২৭-১১-১৯৯৯-পৃঃ ১; কঃ ৪), তা হলে কোন প্রকার বিভ্রান্তির অবকাশ নেই। কিন্তু সংবাদ শিরোনামগুলো যদি "আজ হইতে জাতীয় গণগ্রন্থাগারের নাম হইবে 'কবি সুফিয়া কামাল জাতীয় গণগ্রন্থাগার" (দৈনিক ইত্তেফাক/২৭-১১-১৯৯৯ ঃ পৃঃ ১৫; কঃ২), "সর্বজন শ্রদ্ধেয় কবি সুফিয়া কামালের নামে কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরির নামকরণ করা হয়েছে" (ভোরের কাগজ/২৭-১১-১৯৯৯ঃ পৃঃ ১; কঃ৮), "কবি সুফিয়া কামালের নামানুসারে জাতীয় লাইব্রেরির নামকরণ করা হয়েছে কবি সুফিয়া কামাল জাতীয় লাইব্রেরি" (সংবাদ/২৭-১১-১৯৯৯ঃ পৃঃ ১২; কঃ৮), "এ লক্ষ্যে তিনি জাতীয় পাবলিক লাইব্রেরির নতুন নামকরণ বেগম সুফিয়া কামাল পাবলিক লাইব্রেরি করার ঘোষণা দেন, ... জাতীয় পাবলিক লাইব্রেরির নাম 'বেগম সুফিয়া কামাল জাতীয় পাবলিক লাইব্রেরি' রাখা হবে" (দৈনিক ইনকিলাব/২৭-১১-১৯৯৯ঃ পৃঃ ৭; কঃ৪)। "From today the National Library will be called Sufia Kamal National Library" (The Independent/27-11-1999: P.1; C:3), "From Friday The National Public Library will be called Poet Begum Sufia Kamal National Public Library" (The Bangladesh Observer/27-11-1999: P.1; C:4), "Announcing that the national library (Jatiya Granthagar) will be named after Begum Sufia Kamal" (The Daily Star/27-11-1999: P.1; C:3).

কোন্ শিরোনামটি সঠিক বলে ধরে নেয়া হবে? পেশাজীবী হিসেবে আমাদের কাছে শিরোনামগুলোকে বিভ্রান্তিকর ও অর্থহীন মনে হয়েছে। কারণ প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা এবং পত্রিকান্তরে প্রকাশিত বিভিন্নার্থক শিরোনামগুলো থেকে অন্তত তিনটি বিভ্রান্তিকর শব্দ বেরিয়ে এসেছে। শব্দ তিনটি হচ্ছে ঃ জাতীয় গ্রন্থাগার, গণগ্রন্থাগার ও জাতীয় গণগ্রন্থাগার; যথাক্রমে ইংরেজি শব্দ হচ্ছে- National Library, Public Library and National Public Library। প্রথম ও দ্বিতীয় শব্দ দুটির অর্থগত বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান আছে। কিন্তু শেষোক্তিটির কোনই অর্থ বহন করে না। এক্ষেত্রে প্রথম ও দ্বিতীয় শব্দ দুটো সম্পর্কে ব্যাখ্যা দেয়া দরকার; তাহলেই বিষয়টি সবার কাছে পরিষ্কার হবে। খুব সহজ করে যদি বলা যায় যে, 'জাতীয় গ্রন্থাগার' একটি দেশের সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ইতিহাসকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তুলে ধরার জন্য ব্যাপৃত থাকে। 'জাতীয় গ্রন্থাগার'র উদ্দেশ্য ও কর্মপন্থা অনুযায়ী দেশ ও জাতির সেবাদান করবে গ্রন্থপঞ্জি বিষয়ক তথ্যকেন্দ্র হিসেবে। এক্ষেত্রে জাতীয় গ্রন্থাগার সম্পর্কে 'UNESCO'র দেয়া সংজ্ঞাটি হচ্ছে- Libraries which, irrespective of their title, are responsible for acquiring and conserving copies of all significant publications published in the country and functioning as a 'deposit' library; whether by law or under other arrangements. They will also normally perform some of the following functions: produce a national bibliography; hold and keep up to date a large and representative collection of foreign literature, including books about the country; act as a national bibliographic information centre; compile union catalogues; publish the retrospective national bibliography. Libraries which may be called 'national' but those functions do not correspond to. above definition should not be placed in the National Libraries' categories.

এ সংজ্ঞাটি বিবেচনা করে জাতীয় গ্রন্থাগার একটি দেশকে প্রতিনিধিত্ব করবে সত্য। কিন্তু একটি গণগ্রন্থাগার

কোনভাবেই জাতীয় শিরোনাম
এটি একদিকে যেমন জাতী
পরিপূরক নয়, তেমনি এক
প্রতিনিধিত্ব করতে পারে না। সে
আঙ্গিকে একটি গণগ্রন্থাগারের অ
উপরের সংজ্ঞা থেকে জাতীয় গ্র
আদর্শ ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সহ
আমরা যদি UNESCO'র দেয়
আলোচনা করি তাহলেই ভুল বু
UNESCO'র মতে A dem
operated by the people
The public library is
maintained under clear
supported wholly or m
funds; open for free use
all members of the co
any distinction of occup
or race. A product of m
it is called a people's
dynamic community for
liberal and universal ed
long process by pr
pamphlets, magazines, n
pictures, films, filmstr
music scores, recording
and other audio-visu
guidance in their effecti
young people, men and

গণগ্রন্থাগার একটি দেশের
করা অপেক্ষা আন্তর্জাতিক পরিম
গণগ্রন্থাগার গণমুখীন সেবাদানে
তোলার ক্ষেত্রে অনেক বেশি উ
থাকে। ফলে দেশজ শিক্ষা,
ইতিহাস এবং আচার অনুষ্ঠানের
পাঠকের চাহিদা অনুযায়ী আন্তর্জ
করে উপকরণ সংগ্রহ করে থাকে
উদ্দেশ্য হচ্ছে জনগণের উদ্দেশে
করা। কিন্তু গণগ্রন্থাগারের সঙ্গে
হলে বাস্তবিক পক্ষে জাতীয় গ্রন্থা
ও বৈশিষ্ট্যগত আদর্শের মৌলি
গণগ্রন্থাগারের আদর্শ ও সেবা
বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে কোন কিছুরই
একটি দেশের জাতীয় গ্রন্থাগারে
সংশ্লিষ্ট দেশের সাহিত্য-সংস্কৃতি-
হিসেবে একটি মূর্তমান রূপ ফু
গ্রন্থাগার একটি দেশের বেরোমি
জাতীয় গ্রন্থাগারের সংশ্লিষ্ট দেশে
দেশ-বিদেশে প্রকাশিত, যেকো
প্রকাশনা সংগ্রহ ও সংরক্ষণ,
সেবাদান, প্রশিক্ষণ প্রদান এবং
পরিকল্পনায় অংশগ্রহণ করা মৌলি
সঙ্গে 'জাতীয়' শব্দের সংশ্লেষণ
অর্থহীন। তাছাড়া একটি দেশে
থাকে। মূল কথা হচ্ছে যে, গণগ্র
সংযুক্ত হলে জাতীয় গ্রন্থাগারের
হয়। পক্ষান্তরে জাতীয় গ্রন্থাগারক্ষো
প্রয়াস মাত্র। এটি কোন বোদ্ধা পে
করতে পারবেন না।

যদি প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণাটি
পত্রিকান্তরে প্রকাশিত সংবাদগুলে
অজ্ঞতা প্রসূত। প্রাপ্ত সংবাদগুলো
দেখা যায় যে, শুধুমাত্র সংবাদ
Daily Star, The Indepen
ছাড়া আর সবাই প্রধানমন্ত্রীর
বিকৃত করে পরিবেশন করেছে।
ফলে একটি দেশের ভাবমূর্তি হেয়
সহজেই অপেক্ষাকৃত একটু স
দৃষ্টিতে। তবে এমনভাবে বিকৃত
কি কারণ থাকতে পারে আ
পক্ষান্তরে গণগ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ এময়

নাটোর চিনিকলে চলতি মৌসুমে ৬ কোটি টাকা লোকসান হয়েছে

নাটোর থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা

নাটোর চিনিকলে চলতি মৌসুমে প্রায়
কোটি টাকা লোকসান হয়েছে। চাষী
বেশি মূল্যে গুড় ব্যবসায়ীদের নিকট আ
বিক্রি করে দেয়। ফলে নির্ধারিত সময়ে
একমাস পূর্বেই আখের অভাবে গত ২৪
জানুয়ারি মিলে উৎপাদন বন্ধ হয়ে যায়
শিল্প মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ সত্ত্বেও স্থানী
প্রশাসন গুড় তৈরি ও গুড় মুভমেন্ট ব
কার্যকর ব্যবস্থা নেয়নি।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, ২ লাখ ১
হাজার মেট্রিক টন আখ মাড়াই করে
দশমিক শূন্য ৫ রিকভারিতে ১৬ হাজা
৯শ' দশমিক শূন্য ৫ মেট্রিক টন চি
উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে গত ২৫
অক্টোবর নাটোর চিনিকলে উৎপাদন শু
হয়। ৯৩ দিনে ১ লাখ ২৮ হাজার ৭শ' ৬
দশমিক ৮ শূন্য ৫ মেট্রিক টন আখ মাড়া
করে ৯ হাজার ৯শ' ৫৫ দশমিক ৫
মেট্রিক টন চিনি উৎপাদিত হয়েছে
আহরণের শতকরা হার ৭ দশমিক ৭
ভাগ।

গত মৌসুমেও মিলটি প্রায় দু কো
টাকা লোকসান দিয়েছে। গত ১৫ বছ
জনে কারচুপি, পুঁজি বিতরণে স্বজনপ্রীতি
অনিয়ম, চাষীদের আখের মূল্য পরিশো
বিলম্ব প্রভৃতি মিল কর্তৃপক্ষ ও আখচাষীদে
মধ্যে ক্রমে দূরত্ব সৃষ্টি করে। অপরদি
মিলের চেয়ে দ্বিগুণ মূল্যে ব্যবসায়ীরা অগ্রি
নগদ টাকায় চাষীদের নিকট থেকে আ
ক্রয় করায় তারা মিলে আখ সরবরা
আগ্রহী নয়।

সাতক্ষীরায় নম্বরবিহীন মোটর সাইকেল অবাধে চলাচল করছে

সাতক্ষীরা থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা

সাতক্ষীরা জেলায় অগণিত নম্বরবিহী
মোটর সাইকেল অবাধে চলাচল করছে
ভারত থেকে চোরাই পথে আসা এস
মোটর সাইকেল বিভিন্ন সন্ত্রাসী কর্মকা
ব্যবহার হলেও পুলিশ কোন কার্যকর ব্যব
নিচ্ছে না।

সীমান্তবর্তী এ জেলায় কম মূল্যে ভার
থেকে অবাধে চলে আসছে এসব মোট
সাইকেল। পুলিশের সহযোগিতায়ই অ
টেস্ট বা এএফআর লেখা মোটর সাইকে
চলাচল যেন ফ্যাশন।

াদেশ সরকার
র কার্যালয়

বিজ্ঞপ্তি

র ১৯৯৯-২০০০ ইং অর্থবৎসরের
জন্য ডালডা (তীর মার্কা) ক্রয়ের
ট হইতে নিম্নবর্ণিত শর্ত মোতাবেক
তেছে।

নগদ ৪০০/- (চারশত) টাকা
ী পুলিশ রেশন স্টোর, গাইবান্ধা
ইবান্ধার নিকট হইতে আগামী ০৮-
এময় পর্যন্ত ক্রয় করা যাইবে।